স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা পেশাদারি নাটক: এলিট উপেক্ষার অন্তরালে

- অর্পিতা দাস [২]

'পেশাদারি' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী মহলের কিছুটা অবজ্ঞা এবং কিছুটা উপেক্ষা। কিন্তু নাট্যচর্চার অন্যতম দিক এই পেশাদারি নাটক --- সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

বাঙালি সমাজে মধ্যযুগের যাত্রা এবং নাটপালাগীত ইত্যাদির চর্চায় যে নাটকীয়তা ছিল সেই ধারা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে এদেশে ইংরেজ আগমনের পরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এদেশে আগত ইংরেজরা কিছু কিছু নাট্যালয় স্থাপন করে নাটক অভিনয় করতেন। সেসব নাটক অভিনীত হত ইংরেজি ভাষাতেই। কিছু ইংরেজি শিক্ষিত ধনী বাঙালি সেই নাটক দেখার সুযোগ পেতেন। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো কোনো ধনী বাঙালি নিজেদের উদ্যোগে অর্থব্যয় করে ইংরেজি নাটক অভিনয় করাতেন। বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর এর দ্বারোদঘাটন হয়। এর পর থেকে ধীরে ধীরে নাট্যচর্চা ও নাটক অভিনয়ের প্রতি বাঙালির আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে; যা বাংলা ভাষায় নাটক দেখার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়।

হেরাসিম লেবেডেফ-এর প্রচেষ্টায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর প্রথম যে বাংলা নাটক (*কাল্পনিক সংবদল, The Disguise*-এর বাংলা অনুবাদ) অভিনীত হয়েছিল সেটি টিকিট বিক্রিই করেই হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর *ক্যালকাটা গেজেট*-এ বিজ্ঞাপন বের হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ---

BENGALLY THEATRE
NO. 25, DOOMTULLAH
MR LEBEDEFF
Has the honour to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement,

---

[২] অধ্যাপিকা, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

Scanned by CamScanner